চল্লিশে আরও টগবগিয়ে ...!

১৯৮২, নভেম্বর আসতে চলছে। শীতের বাতাস গায়ে লাগেনি এখনও। সাত বন্ধু স্টেশনের বাইরে প্রাত্যহিক সান্ধ্য-আড্ডায় বসে আবিস্কার করে যে, তারা প্রত্যেকেই একটি কমন প্রবলেমে পড়ে গেছে। প্রবলেম হ'ল যে, হাতে কোনও রাজকার্য নেই, মাথায় কোনও মহৎ চিন্তা নেই, কালপরশুর কোনও রুট-ম্যাপ নেই। 'তাহলে আমরা মরা করবটা কী?' প্রশ্নটা সবার মাথায় চাগাড় দিয়েছে। একজন বললে, 'চল পাহাড়ে যাই।' কেন? হঠাৎ পাহাড়ে কেন? এরকম পালটা প্রশ্ন উঠলেও সবাই কিন্তু প্রস্তাবের সপক্ষেই সর্ববিধ যুক্তি সাজাতে থাকে। যেমন পাহাড় মানে বেশ বড়, মহান একটা ব্যাপার। অনেক উঁচুতে যাবার টান। তাছাড়া ওদের কেউ কেউ এর তার মুখে শুনেছে, এরাজ্যেই সান্দাকফু নামে সবচেয়ে উঁচু একটা জায়গা আছে যেটি নাকি হিমালয়ের খাস এলাকার মধ্যে পড়ে, এবং যেখানে নাকি পায়ে হেঁটেই চলে যাওয়া যায়। একবার শুধু দার্জিলিং গিয়ে পড়তে হবে। ব্যাস, ভাবা এবং যাওয়ার মধ্যে দিনের ব্যবধান বিশেষ থাকে না। প্রত্যকে মাত্র শ -তিনেক করে টাকা পকেটে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। তারপর পায়ে পায়ে পাহাড়ের পর পাহাড় জড়িয়ে ৬ নভেম্বর বিকেলে সান্দাকফুর শিরে পৌঁছে যায় সাত-বন্ধু। মেঘ কুয়াশার চাদরে আর কনকনে বাতাসের ঝাপটায় সেদিন আর খুব কিছু দেখা হয় না, কিন্তু পরদিন সকালে হাড়জমানো, দাঁত ঠকঠকানো ঠাণ্ডার সাথে জানবাজি রাখা লড়াই দিয়ে যখন সেই পাহাড়-শির থেকে ওরা চোখ মেলে দিয়েছে আকাশে – বিস্ময়ে রুদ্ধবাক সাতজনায় নিজদের মধ্যে এক চৈতন্যের শিহরণ অনুভব করে। তখনই মনে মনে স্থির হয়ে যায় সব!

কী দেখেছিল সাত যুবক? আদিগন্ত শূন্যতা জুড়ে মেঘের স্থির সমুদ্দুর। তার বুকে ভাসছে সোনার মাথাওয়ালা কয়েকটি জাহাজ। প্রথম সূর্যের ছোঁয়া লেগেছে যে। বাঁদিকে একটু দূরে এভারেস্ট, লোথসে, মাকালু - তিন মাথা একসাথে! এদিকে একেবারে হাতের কাছে বিখ্যাত পার্বত্য পরিবার 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'। বিপুল সে জটলায় আছে রাথোং, জানো, কাব্রু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, পান্ডিম-রা। প্রভুরা যেন এক বেহেশতিয় কোরিওগ্রাফারের ইশারায় শরীরে শরীর জড়িয়ে পোজ দিয়েছে বিচিত্র ভঙ্গীমায়! আরও দেখল, যে রাস্তাটা ধরে শিরে পৌঁছেছে ওরা, সেই রাস্তাটা শির ধরেই এগিয়ে গেছে একের পর এক ঢেউ কাটিয়ে; এবং অন্তিমে উধাও হয়ে গেছে আকাশে। দুদণ্ড স্থির হয়ে ভাবে, 'এইভাবে যদি পায়ে হেঁটে রূপকথার দেশে পৌঁছনো যায়, তাহলে কেন এ পায়ে-হাঁটার নেশাটা স্থায়ী করা যাবে না? তখখুনি সান্দাকফুর গোলবৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়ে যায় – পাহাড়ে জঙ্গলে আনাগোনা জারি রাখার জন্য চাই একটা ক্লাব। হ্যাঁ, ক্লাব। সেটা এই মুহূর্ত থেকে চালু হয়ে যাক! এভাবেই পাহাড়শিরে জন্ম নিল, 'সোনারপুর আরোহী।' দিনটা ছিল ০৭ নভেম্বর। সেদিন ওরা দেখেছিল গিরিশিরার রাস্তাটা আকাশে হারিয়ে গেছে। সেদিন বুঝতে পারেনি এই রাস্তাই শেষ পর্যন্ত চলে যায় কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথায়! তিনযুগ পরে সেই আরোহীরই এক নায়ক (রুদ্র) যেখানে দাঁড়িয়ে পতাকা উড়িয়েছিল। সেই আরোহী দিনে দিনে সাবালক হয়েছে আর একের পর এক ইতিহাস রচনা করে গেছে। This has so far been a home of adventurers and adventurer makers ...! না, এর বেশি কিছু বলার দরকার পড়বে না আজ।

গেল ০৭ নভেম্বরে ৪০-এ পা দিল আরোহী। স্বভাবতই দিনটা যথোচিত মর্যাদায় উদযাপনের

প্রয়োজন ছিল, একবার পিছনে ফিরে দেখার জন্য, এবং অবশ্যই আরও অনেকদূর সামনে তাকিয়ে দেখার জন্যও। সকাল থেকেই বিবিধ কর্মসূচির ভিড় – দু-পায়ে দৌড়, দু-চাকায় দৌড়, আরও কত কী। সন্ধেয় সোনারপুর রবীন্দ্র-ভবনে বাৎসরিক সমাবর্তন। আগের বছরগুলিতে এই সন্ধের আসরটা কলকাতার কোনও প্রেক্ষাঘরে বসত। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে (কোভিডবিধি মেনে) এবারে নিজেদের শহরেই হ'ল। দুর্গম-প্রেমীদের সংখ্যা কিঞ্চিৎ কম পড়লেও বছরকার অনুষ্ঠান কিন্তু খুব ভালো উতরেছে। বড় আকর্ষণ ছিল পিয়ালী বসাক, এসময়ের অ্যাডভেঞ্চার আইকন। দেশের প্রথম সিভিলিয়ান হিসেবে যে মেয়েটি বিনা-অক্সিজেনে আটহাজারি (মিটার) চূড়ো ছুঁয়ে আসার নজির গড়েছে সে, ক'দিন আগে। আরোহী ওকে অভিনন্দিত করল মঞ্চে। ছেলে-মেয়েরা ওর কথা শুনল। উদ্বলিত হ'ল সবাই। সংবর্ধনা দেওয়া হ'ল নবীন সম্ভাবনাময় অভিযাত্রী প্রদীপ বর-কে। দেশের অন্যতম পর্বতারোহী দেবাশিসের (বিশ্বাস) যথেষ্ট প্রেরণা ও প্ররোচনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনলাম আমরা। প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের তরফেও এসেছিলেন বিশিষ্টজনেরা; তাঁরাও অকৃপণ প্রশংশা আর অকুণ্ঠ সমর্থনে আপ্লুত করে গেলেন। এসবের আগে সংগঠনের সভাপতি, সম্পাদক নিজ নিজ বক্তব্যে আরোহীর অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধটি করে দিয়েছেন। আর গোটা সন্ধেটা সুন্দর সামাল দিয়েছে প্রেমাঙ্কুর (নস্কর)। অন্তঃ পর্বে ভিডিও ও স্লাইড শো-য়ের বন্দোবস্ত ছিল। দেখলাম রুদ্রদের শীতের দেওটিব্বা, আর পার্থসারথির (লায়েক) নেতৃত্বে সংগঠিত শিনকুন ওয়েস্ট সামিটের স্থিরচিত্র। তবে এসবকিছু যারা সবচেয়ে তারিয়ে সবচেয়ে মজা করে উপভোগ করেছে তারা হ'ল আরোহী'র উইন্টার ক্যাম্পের ছেলেমেয়েরা। হ্যাঁ, তাঁদের অভিভাবকরাও ছিলেন। সবাই তো আমাদের বৃহত্তর পরিবারের লোক।

দেখতে দেখতে বছরটা ফুরিয়ে আসছে। সামনে ছুটির দিন। কোথাও কি বেরিয়ে পড়েছেন? না বেরিয়ে থাকলে এইবেলা কাছে দূরের যেখানকারই হোক টিকিট কেটে ফেলুন। ঘুরে এসে লিখে ফেলুন আপনার ও আপনাদের সফর বা দুর্গমযাত্রার গল্পকথা। E-ম্যাগ এর পাতা অপেক্ষা করছে।

ভালো থাকবেন। সঙ্গে থাকবেন।